

হারানো, এভিটএভিট, ক্রয়-বিক্রয়, নাম সংশোধন সহ বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন যুব বিচিত্রা কার্যালয়ের বিজ্ঞাপন বিভাগে।
Mob : 9678280073

RNI : ASSBEN/2023/88999

সাপ্তাহিক

যুব বিচিত্রা

সত্যের খোঁজে সবার আগে.....

মা আয়ুর্বেদ

Dr. INDROJIT ROY B.I.A.S.M. (KOL) Regd. No. 1868

বিনা অপারেশনে গ্যারান্টি সহ সূচিকিংসা

এখানে অর্শ (Piles), ভগন্দর, নালীষা (Fistula)

একশিরা (Hydrocele) রোগের চিকিৎসা করা হয়

TARAPUR E&D COLONY POINT, SILCHAR-788003

Contact No - 094765-49840 / 099570-09975

VOL - 01, ISSUE - 52

YUBO BICHITRA (Bengali Weekly), Friday 6 Decemember, 2024::: শুক্রবার, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪, ২০ অগ্রহণ, ১৪৩১ বাংলা

RS. 10/-

সনাতনী ঐক্য মঞ্চের প্রতিবাদে উত্তাল সুতারকান্দি সীমান্ত

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : শ্রীভূমি জেলার সুতারকান্দির বাংলাদেশের সীমান্তে সমগ্র বরাকের হিন্দু সংগঠনের নেতা-কর্মী সহ বিশেষভাবে সাধু-সন্তরা বাংলাদেশের ইসকনের চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীকে নিঃশর্তে রেহাই সহ হিন্দুদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখার দাবিতে উত্তাল করে তোলেন। রবিবার কর্মসূচীকে ঘিরে টান টান উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দুপুর দেড়টা নাগাদ আন্দোলনকারীরা সীমান্তের দিকে পদযাত্রা শুরু করেন। তবে

বিএসএফ এবং অসম পুলিশ আন্দোলনকারীদের সীমান্ত থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে থামিয়ে দেয়। তবুও প্রতিবাদীরা দৃঢ় সংকল্পে অটুট থাকে, পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের টানাটানি শুরু হয়। প্রতিবাদীদের পুলিশের লাঠিচার্জ করতে দেখা যায়।

রবিবার প্রথমে সুতারকান্দি সীমান্তের পাশে থাকা একটি মাঠে সনাতনী ঐক্য মঞ্চ এক প্রতিবাদী সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিশ্বহিন্দু পরিষদের উত্তরপূর্ব

প্রান্তের সভাপতি শান্তনু নায়ক স্বাগত বক্তব্য বলেন, এই প্রতিবাদী সভাটি হলো বরাকের হিন্দুদের এক ঐতিহাসিক সভা, হিন্দুদের প্রতিবাদী সভায় প্রমাণিত হয়েছে। বরাকের হিন্দুরা হলো এক বলিষ্ঠ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদী হিন্দু জাতি। সভায় উপস্থিত শিলচর শঙ্করমঠ ও মিশনের কর্মধ্যক্ষ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ধর্ম আচার্য প্রমুখ বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংসতা নিয়ে



দেশটি নীরব। বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, চাকমা এবং অন্যান্য ধর্মীয়

ও জাতিগত গোষ্ঠীর সদস্যদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। স্থান

এরপর দুয়ের পাতা য—

কৌশিক-কৃষ্ণেন্দু সহ চার বিধায়ক মন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : একজন বা দুইজন নয় চারজন বিধায়ক মন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন। ৭ ডিসেম্বরে অসম সরকারের সম্প্রসারণ ঘোষণার পর কাকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং কতজন বিধায়ক নিয়োগ করা হবে তা নিয়ে অনেক চর্চা চলছিল।



নতুন মন্ত্রীদের নাম নিয়ে তুমুল চর্চার মধ্যেই সরকারের নয়া মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ঘোষণা মতে সিনিয়র বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, কৌশিক রায়, কৃষ্ণেন্দু পাল এবং রূপেশ গোয়ালা মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন। বৃধবার মুখ্যমন্ত্রী

জানিয়েছিলেন ৭ ডিসেম্বর দুপুর ১২ টায় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারিত হবে। তিনি বলেছিলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে আলোচনার পরে তিনি কতজন বিধায়ক আসন পাবেন তা ঘোষণা করবেন। তদনুসারে, আজ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী শপথ

গ্রহণ অনুষ্ঠানে জেপি নাড্ডার সঙ্গে আলোচনার পরে চারজন নতুন বিধায়ককে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগের ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর বর্তমান মন্ত্রিসভার ১৫ সদস্য ছিল কিন্তু মন্ত্রী সঞ্জয় কিষণ আজ পদত্যাগ করেছেন। সব মিলিয়ে মোট ১৮ জন মন্ত্রী হবেন।

শিশু ও মহিলাদের ক্ষেত্রে দ্রুত ন্যায়বিচার হওয়া উচিত : হিমন্ত বিশ্ব

লক্ষীপুর আদালত ভবনের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : বিলম্ব নয়, শিশু ও মহিলাদের ক্ষেত্রে দ্রুত ন্যায়বিচার হওয়া উচিত। এমনটাই বলেন লক্ষীপুর সমজেলার আদালতের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিজয় বিষেগইসহ মুখ্যমন্ত্রী ভবনের উদ্বোধন করেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি সুমন শ্যাম এবং বিচারপতি কল্যাণ রাই সুরানা প্রমুখ।

আদালত ভবনের উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বিচারের ক্ষেত্রে বিলম্ব হলে মানুষের কাছে খারাপ বার্তা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিশু ও মহিলাদের ক্ষেত্রে দ্রুত ন্যায়বিচার



হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, অসমে দেখা গেছে যে, নির্যাতিতাকে বলির পাঠা হিসেবে ব্যবহার করে আপসের মাধ্যমে মামলাটি বন্ধ করা হয়। এ দিন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৌশিক রায়, দীপায়ন চক্রবর্তী, কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, মিহিরকান্তি সোম, নীহাররঞ্জন দাস, প্রান্তন বিধায়ক কিশোর নাথ প্রমুখ।

বোমা মেরে তাজমহল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! ঘটনাস্থলে বম্ব স্কোয়াড

সংবাদ সংস্থা, লখনউ : মঙ্গলবার হঠাৎই বোমাতঙ্ক ছড়ায় তাজমহলে। আর পাঁচটা দিনের মতোই এদিন সকাল থেকে ভিড় করেছিলেন পর্যটকরা। এর মধ্যেই উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দপ্তরের ইমেলে বোমা মেরে তাজমহল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসে। তড়িঘড়ি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়, বম্ব স্কোয়াড পৌঁছায় বিশ্বখ্যাত মোঘল স্থাপত্য চত্বরে। যদিও পরে পুলিশের তরফে জানানো হয়, বিপজ্জনক কিছু মেলেনি। ভুয়ো আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই ওই ইমেলে এসিপি সৈয়দ আরিফ আহমেদ জানান, উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দপ্তরের অফিসিয়াল ইমেলে তাজমহল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি চিঠি আসে। এর পরেই পর্যটকদের সরিয়ে ফেলা হয় নিরাপদ চত্বরে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বম্ব স্কোয়াড। পুলিশ কুকুর দিয়ে বোমা খোঁজা হয় তন্নতন্ন করে। যদিও বিপজ্জনক কোনও বস্তু মেলেনি। উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর দীপ্তি ভাতসা জানান, হুমকি ইমেলে পাওয়া মাত্র সেটিকে আত্ম পুলিশের কাছে ফরোয়ার্ড করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র আগ্রার এরপর দুয়ের পাতা য—

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ চাইল কাছাড় জেলা কংগ্রেস

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর মণিপুর ইস্যু সহ বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবার সরব হল শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটি। শনিবার দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে শাসক দল বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেছেন জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তারা। মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ পাল জানান, বাংলাদেশ গঠন হওয়ার পর থেকেই সেখানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছেন। যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতায় হিন্দুদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালে ভারতের তৎকালীন



একের পাতার পর —

সনাতনী ঐক্য মঞ্চের প্রতিবাদে উত্তাল সুতারকান্দি সীমান্ত

ধ্বংস করা হয়েছে। নারীদের জোর করে বিয়ে করা হচ্ছে। অবৈধ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ঘটছে কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সমগ্র দেশ এই বিষয়ে নীরব। তিনি আরো বলেন, চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারকরতে হবে এবং অবিলম্বে তাদের ৮ দফা দাবি মেনে। তাদের স্বাধীন অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। না হয় আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমদানি রফতানি বন্ধ করে দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব যে ভারত শাস্তির পক্ষে আছে। শিলচর ভোলাগিরি আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ বলেন, বাংলাদেশের বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন ও সম্পত্তি যাতে সুরক্ষিত থাকে সে ব্যাপারে সেখানকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে। নিতে হবে কড়া পদক্ষেপ। প্রতিবেশী ভারত সরকারকেও এ ব্যাপারে সদর্থক ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে সনাতনী ঐক্য মঞ্চের সমন্বয়ক অসিত চক্রবর্তী ও আরএসএস-র শিবব্রত সাহা প্রমুখ নিজ-নিজ বক্তব্যে পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার সহ লুটপাট, ধর্ষণ হত্যা এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের ভূমি থেকে উচ্ছেদের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানান। সনাতনী ঐক্য মঞ্চ বাংলাদেশ সরকারের কাছে পক্ষ থেকে দাবি জানান এই বর্বরোচিত কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করে হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার। আর যদি বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিত না হওয়া অবধি এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ চাইল কাছাড় জেলা কংগ্রেস

বাংলাদেশ সরকার তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। চিন্ময়কৃষ্ণ স্বামীকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবি তুলে সেখানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রদানে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা। এছাড়া মণিপুর ইস্যুতেও এদিন শাসক দল বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেছেন জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তারা। বাংলাদেশ ইস্যুতে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন যেভাবে প্রতিবাদে মুখরিত হয়েছেন তাতে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অভিজিৎ পাল।

বোমা মেরে তাজমহল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! ঘটনাস্থলে বম্ব স্কোয়াড

তাজমহল। প্রতি বছর প্রায় ৭০ লক্ষ পর্যটক ঘুরতে আসেন মমতাজ মহলের স্মৃতিসৌধ দেখতে। অন্যদিকে আগ্রা ফোর্টে বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ পর্যটক আসেন। বলা বাহুল্য, এই দুটি পর্যটন কেন্দ্র থেকে বিপুল আয় হয় উত্তরপ্রদেশ সরকারের। এমন এক ঐতিহাসিক সৌধে হঠাৎ বোমাতক্ষে ছড়ানোয় চিন্তায় পড়ে আগ্রা পুলিশ-সহ উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।

আরও খবর.....

হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়ায় বুধবার বাজার দিনে রাস্তার দু'ধারের অনেক অংশ নিয়ে সুপারি ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সহ অবৈধ পার্কিং



যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, হাইলাকান্দি

: কাটলিছড়া বাজারের যানজটের সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েও যাচ্ছে। প্রতি বুধবার বাজার দিন রাস্তার দু'ধারের অনেক অংশ দখল করে অবৈধ পার্কিং করে রাখেন

ছোট গাড়ি দিয়ে, অন্যদিকে কাটলিছড়া বাজারে ঢুকবার আগে, পশু হাসপাতালের নিকটে যেখানে সুপারি ক্রয় বিক্রয় করা হয়, রাস্তার প্রায় অর্ধেক অংশে সুপারি বস্তা রাখা গাড়ি পার্কিং করে রাখা, সহ গাড়ির লোড,

কাছাড় জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের পক্ষে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে ওষধ বিতরণ

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : মিনিষ্ট্রি অফ সোসিয়াল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট এর উদ্যোগে এবং কাছাড় জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় কাছাড় জেলায় নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের অংগ হিসাবে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব এর নেতৃত্বে ও অঞ্জলি কুমারী এর তত্ত্বাবধানে জেলার বিভিন্ন স্থানে নেশা মুক্ত ভারত অভিযান এর কর্মসূচীতে রয়েছে র্যালি, পথ নাটক, বিভিন্ন জনবহুল স্থানে হোডিং, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ ও বেসরকারি নেশা মুক্তি কেন্দ্রে



সচেতনতা সভা ও প্রয়োজনীয় ওষধ বিতরণ ইত্যাদি।

নেশামুক্ত ভারত অভিযান এর অংগ হিসাবে বুধবার জেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের পক্ষে সেচ্ছাসেবী সংগঠন নেতাজি ছাত্র

যুব সংস্থার কর্মকর্তারা টুয়েলভ স্ট্যাপ ফাউন্ডেশন নেশা মুক্তি কেন্দ্র ও বাংলাঘাট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নেশা মুক্তি কেন্দ্রে, শ্রীকোণা, এবং থাওজেন সায়াস্ত এনজিও এর কর্মকর্তারা নেতাজি

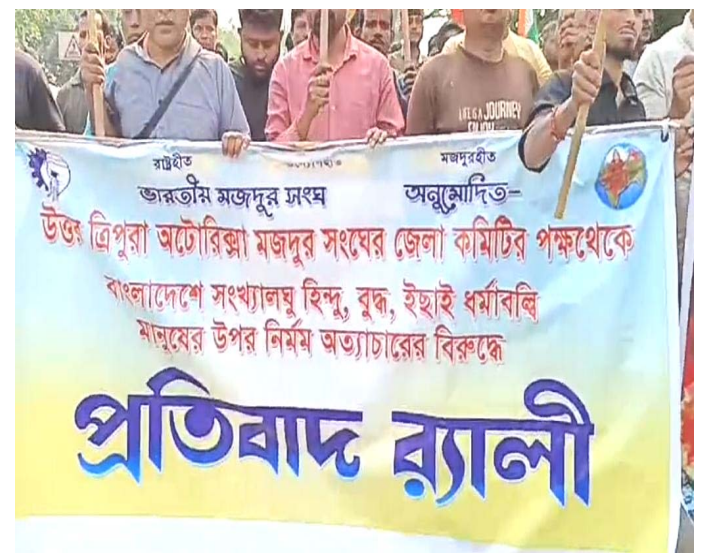
ছাত্র যুব সংস্থার পরিচালিত দীপ নেশা মুক্তি কেন্দ্র, শিলকুড়ি তে চিকিৎসাধীন রোগীদের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ওষধ বিতরণ করা হয় এবং নেশা থেকে দূরে থাকার জন্য সকলের নিকট আবেদন রাখা হয়।

বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপর অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে সামিল অটোরিকশা মজদুর সঙ্ঘ

সংবাদ প্রতিনিধি, ধর্মনগর : সম্প্রতি বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপর অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে পাশাপাশি চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারী জিকে অকারণে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবার সোচ্চার উত্তর জেলা অটোরিকশা মজদুর সঙ্ঘ। বৃহস্পতিবার বিএমএস উত্তর ত্রিপুরা অটোরিকশা মজদুর সঙ্ঘ উত্তর জেলা কমিটির উদ্যোগে উত্তর জেলার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ কর্মসূচি।

এই প্রতিবাদ রেলি ধর্মনগর স্থিত রাজবাড়ি অটোরিকশা মজদুর সঙ্ঘের অফিস থেকে বের হয়। রেলিটি ধর্মনগরের শহরের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে পুনরায়

অটোরিকশা মজদুর সংঘের অফিসে গিয়ে সমাপ্ত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিএমএস কর্মী সংবাদমাধ্যমকে জানান, যদি চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারী জিকে বেকুসর খালাস না করে বাংলাদেশ সরকার, তাহলে তাঁরা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে এই মিছিলকে কেন্দ্র করে যাতে করে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য গোটা মিছিলের সামনে এবং পেছনে ধর্মনগর থানার পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পরিমাণে। আজকের এই প্রতিবাদ রেলিতে প্রায় চারশ এর অধিক বিএমএস কর্মীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।



আনলোড করা হচ্ছে। যাতায়াত করতে এই যানজটের জন্য অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সহ যানবাহন।

বাজার থেকে মাত্র ২০০ মিটারের

ভিতরে কাটলিছড়া পুলিশ স্টেশন থাকা সত্ত্বেও এই যানজটের সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। বুধবার বাজার দিনের যানজটের কারণে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, চাকুরীজীবী ও বিভিন্ন কাজে নিয়োগ ব্যক্তি বিলম্ব হয়ে যায়। অনেকেই এই সমস্যার কথা বলতে গিয়ে বলেন বুধবারে রাস্তায় বসা প্রতিটি ব্যবসায়ীকে রাস্তা ছেড়ে অন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসতে এবং সম্পূর্ণ রাস্তাটি যেন ফাঁকা করে রাখার জন্য যাহাতে শিক্ষার্থী, যানবাহনের ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

লিকার চা খাবেন না কালো কফি, কাদের জন্য কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর?

সকাল সকাল দুধ চা খেতে বারণই করছেন চিকিৎসকেরা। তাই ঘুম থেকে উঠে হয়তো লিকার চায়ে চুমুক দেন। অনেকে আবার দ্রুত ওজন কমাতে কালো কফিতেই ভরসা রাখছেন। এখন কথা হল, লিকার চা ভাল না কি কালো কফিঞ্জ কোনটির উপকার বেশি?

কারা কোনটি খাবেন?

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ এপিডেমোলজিস্ট-তে বলা হয়েছে এক কাপ কালো কফি খেলে শরীরে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ঢোকে। কালো কফিতে থাকে ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম। যাঁরা খুব দ্রুত ওজন কমাতে চাইছেন, তাঁরা সকালে কালো কফি খেতেই পারেন। ভারী

ব্যায়াম যেমন ওয়েট ট্রেনিং বা কার্ডিও করলে শরীরচর্চার আগে কালো কফি খাওয়া যেতেই পারে। তবে যাঁরা সারাদিন বসে কাজ করেন, তাঁরা কালো কফি মেপেই খাবেন। এতে ক্যাফিনও থাকে ভরপুর মাত্রায় যা হজম না-ও হতে পারে। বিকেলের দিকে কালো কফি না খাওয়াই ভাল। গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বা অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা

যাঁদের বেশি, তাঁরা কালো কফি কম খাবেন। সারাদিনে এক কাপ খেলেই ভাল। আবার যাঁরা অনিদ্রার সমস্যায় ভোগেন তাঁরা রাতের দিকে একেবারেই কালো কফি খাবেন না। এতে ঘুমের বারোটা বেজে যাবে। রক্তচাপের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন, কোলেস্টেরল বেশি তাঁরাও কালো

কফি এড়িয়েই চলবেন।

চিনি ছাড়া লিকার চা সকালের জন্য আদর্শ। কাল সকাল দুধ চা, কফির বদলে লিকার ভাল বিকল্প। ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় লিকার চা। চিনি ছাড়া কালো চা নিয়মিত খেলে ফুসফুস, স্তন, প্যানক্রিয়াসে টিউমারের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

নিয়মিত কালো চা খেলে রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। যাঁরা কায়িক পরিশ্রম কম করেন, তাঁরা কফির বদলে লিকার চা খেলেই উপকার বেশি পাবেন। লিকার চায়ে আদা, দারচিনি, গোলমরিচ ও মধু মিশিয়ে খেলে সর্দি-কাশির সমস্যা থেকেও রেহাই



পাওয়া যাবে। যাঁদের ঠাণ্ডা লাগার খাত, তাঁরা সকালে লিকার চা খেলে সারাদিন শরীর তরতাজা থাকবে। তবে লিকার চা-ও খেতে হবে

পরিমিত পরিমাণেই। দিনে প্রায় ২ কাপ থেকে ১২ কাপ চা খাচ্ছেন মানে রোজ ৪০০-৫০০ মিলিগ্রাম ক্যাফিন প্রবেশ করছে শরীরে। এর

ফল হবে উল্টো। দিনে ২ কাপ লিকার চা-ই যথেষ্ট। তবে এর বেশি খেতে হলে চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

তারকাদের মতো কাঁধ খোলা পোশাক পরতে চান, বাড়তি মেদ ঝরিয়ে পেশি সুগঠিত করতে কী কী করবেন?

দীপিকা পাডুকোন, আলিয়া ভট্ট বা প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার মতো কাঁধ খোলা পোশাক পরতে ইচ্ছা করে? মন চাইতেই পারে আলিয়ার মতো গলার হাড় বা কলার বোন দেখা যাক। তার জন্য কাঁধের পেশি অনেক সুগঠিত ও টানটান করতে হবে। বাহ্যতে মেদ থাকলে চলবে না। যদি তারকাদের সুন্দর কাঁধ চান, তা হলে নিয়ম করে কয়েকটি কাজ করতেই হবে। নিয়ম করে কয়েক ধরনের শরীরচর্চা ও

কয়েকটি ব্যায়াম করলেই কাঁধের বাড়তি মেদ ঝরে যাবে। ঘাড় ও কাঁধের পেশি টান টান হবে।

সাঁতার

যাঁরা নিয়মিত সাঁতার কাটেন, তাঁদের কলার বোন এমনিতেই খুব সুগঠিত হয়ে ওঠে। দ্রুত মেদ ঝরাতে ও শরীরের পেশি টান টান করতে সাঁতারের জুড়ি মেলা ভার। যদি আপনার কাঁধ ও হাতে প্রচুর মেদ জমতে থাকে, তা হলে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে সাঁতার কাটতে পারেন। খুব দ্রুত কাজ হবে।

প্লাঙ্ক ওয়াক

পুশ আপারের সময়ে শরীরের ভঙ্গিমা যেমন থাকে, তেমন ভাবে দুই হাতে ভর রাখুন। হাত থাকবে কাঁধের ঠিক নীচে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক সরলরেখায় থাকবে। ওই অবস্থানে থেকেই প্রথমে বাঁ হাত এগিয়ে তাতে ভর দিন, তার পর বাঁ হাত পিছিয়ে ডান হাত

এগিয়ে তাতে ভর দিন, তার পর আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসুন। এই ভাবে ২০ বার স্টেপ করতে হবে।

সাইড পুল ডাউনস

ঘাড় ও কাঁধের পেশি সুগঠিত করতে এবং মেদ ঝরাতে এই ব্যায়ামটি খুবই কার্যকরী। প্রথমে সোজা হয়ে বসতে হবে, তার পর দু'হাত একটি অন্তর একটি করে দু'পাশ দিয়ে মাথার উপরে তুলতে হবে। হাতে ডাম্বেল নিয়েও এই ব্যায়ামটি করতে পারেন।

সিটিং জ্যাক

এই ব্যায়ামটি জাম্পিং জ্যাকের মতোই অনেকটা। তবে এটি করার সময় বসে থাকতে হবে। পিঠ সোজা রেখে দুই হাত সূর্যনমস্কারের ভঙ্গিতে মাথার উপরে তুলে নমস্কার করুন, আবার ধীরে ধীরে নামিয়ে নিন। ২০ বার এমন স্টেপ করতে হবে।

বেসন, হলুদ আর গোলাপজল, বিয়ের আগে এই ৩ উপকরণ মাখলেই বদল আসবে হবু কনের ত্বকে?



গোটা শীতকাল জুড়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায় বিয়ের সানাইয়ের সুর। প্রজাপতিরা শীতের কুয়াশায় রং হুড়ায়। আর বিয়েবাড়িতে চলে দু'জনের নতুন জীবন শুরু করার তোড়জোড়। শীতের কাঁপুনি উপেক্ষা করেই হবু কনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন রূপচর্চায়। বিয়ে বাড়িতে কাজের শেষ থাকে না। সে সব সামলে মাঝেমাঝে পার্লারে টুঁ দেওয়া বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে হবু কনের। কিন্তু বিয়ের সন্ধ্যায় কনের ত্বক ঝলমল না করলে চলে না। তবে পার্লারে না গিয়ে বাড়িতেই ত্বক চকচকে, জেগ্লাদার করে তোলা সম্ভব। বেসন, গোলাপজল আর হলুদের ফেসপ্যাক ব্যবহার করলেই কেবলমতে। কিন্তু এই ৩ উপকরণ ত্বকের কী কী উপকার করে?

বেসন

বেসনে উপকারী উপাদানের শেষ নেই। ত্বকের মরা কোষ দূর করে বেসন। ওয়াল্ট ডি জার্নাল অফ ফার্মাসিউটিক্যাল রিসার্চ জানাচ্ছে, ত্বকের কোমল ভাব বজায় রাখতে বেসনের জুড়ি মেলা

ভার। তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে বেসন দারুণ উপকারী। ত্বকের ওজ্জ্বল্য আনতেও বেসন ব্যবহার করলে মিলবে সুফল।

হলুদ

হলুদে রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক উপাদান, যা যে কোনও সংক্রমণ থেকে ত্বক সুরক্ষিত রাখে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি মেডিসিন জানাচ্ছে, হলুদে থাকা কারকিউমিন ত্বকের যে কোনও সমস্যার দ্রুত সমাধান করে। তা ছাড়া হলুদের অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান ত্বকের কোনও ক্ষতি হতে দেয় না।

গোলাপজল

গোলাপজলে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, ত্বকের অস্বস্তি দূর করে। ত্বক কোমল এবং মসৃণ রাখতে গোলাপজলের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়। অ্যান্টি-এজিং উপাদান থাকায় গোলাপজল ত্বকের বয়স বাড়তে দেয় না।

YUBO BICHITRA (BENGALI NEWSPAPER)

যুব বিচিত্রা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা

বর্ষ: ১, সংখ্যা, ৫২, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বাংলা

সম্পাদকের কলামে.....

হিউম্যান সেল অ্যাটলাস, যেন শ্রীকৃষ্ণের 'বিশ্বরূপ'!

সম্প্রতি কলকাতায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কেমব্রিজের স্টেম সেল মেডিসিনের 'চেয়ার', জীববিজ্ঞানী সারা আমালিয়া টাইকম্যান ৩৭ লক্ষ কোটি কোষযুক্ত মানব শরীরের মানচিত্রের যে অভূতপূর্ব আকার ও ব্যাপ্তি তুলে ধরলেন, তা এ-যুগের মানুষের কাছে কৃষ্ণের 'বিশ্বরূপ'-এর চেয়ে কিছুমাত্র কম বিস্ময়কর নয়। ২৬ নভেম্বর 'সায়েন্স সিট' এবং 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস'-এর যুগ্মভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সারা বললেন, 'আপনারা ভাবতে চেষ্টা করুন মানব শরীরের এমন একটি অ্যাটলাস বা মানচিত্র, যার অন্তর্ভুক্ত শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়, যা চিনিতে দিচ্ছে প্রতি মানব শরীরে ৩৭ লক্ষ কোটি কোষের প্রত্যেকটিকে— তারা কে কোথায়, কেমন অবস্থায় আছে, সেই খবরও জানাচ্ছে।' সত্যি বলতে কী, মানব শরীরের এমন মানচিত্র আমাদের কল্পনার অতীত। এবং সারার কথায় অধিকাংশ শ্রোতাই যুগপৎ মুগ্ধ এবং বিস্মিত। তাঁরা আরও বিস্মিত হলেন এই ঘোষণায় যে, এমনই প্রায় অবিশ্বাস্য একটি মানচিত্র তৈরি করছেন সারা এবং আরও এক জীববিজ্ঞানী আভিভ রেগেভ। এই মানচিত্রটির নাম, 'হিউম্যান সেল অ্যাটলাস প্রোজেক্ট'। প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য: 'অটো-ইমিউন ডিজঅর্ডার' থেকে ভাইরাস সংক্রমণের ফলে কোনও জটিল রোগ থেকে ক্যানসার— সবকিছুর চিকিৎসা ও সমাধান সূত্রের জন্য মানবদেহের কোষের স্তরে অচিস্তনীয় অন্বেষণ। সারা তাঁর আলোচনায় জানানলেন, প্রোজেক্টটিতে বিশ্বজুড়ে কাজ করছেন তিন হাজারের বেশি বিজ্ঞানী, যাঁদের মধ্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীর সংখ্যা ১৩৯। এটি এমন একটি মানচিত্র হয়ে উঠবে, যা কোনও জটিল অসুখের ওষুধ তৈরি এবং প্রতিষেধক নির্মাণে নানাভাবে সাহায্য করবে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নিয়ে যাবে কোষের অন্তর রহস্যে, খুলে দেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামনে অনন্ত সম্ভাবনা।

২০০১ সালে, মানব জিনোমের প্রাথমিক খসড়াটি গোচরে আসে। জানা যায় মানব জিনোমে রয়েছে ৩০০ কোটি 'বেসপেয়ার'। এরপর আরও গভীর গবেষণা উন্মোচন করে এই সত্য যে, প্রতিটি ডিএনএ সিকোয়েন্স পরস্পরের থেকে পৃথক, যদিও তাদের পার্থক্য সহজে ধরা দেয় না, মনে হয় তারা সবাই একইরকম। আরও একটি অত্যন্ত জরুরি আবিষ্কার এই যে, হিউম্যান জিনোমে আছে প্রায় ২৫ হাজার জিন। এবং জিনের চরিত্র তৈরি হয় কোন কোষে কোন জিন সক্রিয়, সেই অনুসারে। কোষের ধরন বুঝতে জানতে হবে তার কোন জিনগুলো কাজ করছে। সারা আরও জানান, ২০০৯ সালের পরে একটি নব প্রযুক্তি এসেছে বিজ্ঞানীদের নাগালে, যার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে কোনও কোষের অতি ক্ষুদ্র পরিসরেও সক্রিয় জিনগুলোর সিকোয়েন্স তৈরি করা। মানবদেহে ৩৭ লক্ষ কোটি কোষকে জানা বোঝার মতো অবিশ্বাস্য কাজের দিকে এগিয়ে চলেছে চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং শরীরের আধুনিক মানচিত্র। সেইদিন খুব হয়তো দূরের নয়, যেদিন মানব শরীরের সম্পূর্ণ অ্যাটলাস নির্ণয় করতে পারবে ৩৭ লক্ষ কোটি কোষের প্রত্যেকটির কাজ ও চরিত্র।

পিতৃত্ব নিশ্চিত করতে ডিএনএ পরীক্ষা

নেটফ্লিক্স-এর একটি জনপ্রিয় সিরিজের মতোই খানিকটা বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় এক মহিলা তাঁর ও সন্তানের ভরণপোষণ প্রক্রিয়ায় স্বামীর ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন করলে মোহালির একটি পারিবারিক আদালত তাতে সায় দেয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে স্বামী পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাই কোর্টে আবেদন করেন। তাতে পারিবারিক আদালতে রিনর্দেশ বহাল রেখে হাই কোর্ট বলেছিল, এই ধরনের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য সুস্পষ্ট বিধান না-থাকলেও ভরণপোষণের ক্ষেত্রে পিতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, মহিলার স্বামী তাঁর সঙ্গে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা অস্বীকার করেছিলেন ও দাবি করেছিলেন যে, তাঁদের বিবাহ থেকে সন্তানের জন্ম হয়নি। তিনি মোহালি আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে উচ্চ-আদালতে আবেদনের সময়, এই প্রসঙ্গে ডিএনএ নমুনা বাধ্যতামূলক সংগ্রহের প্রয়োজনে আইনে নির্দিষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতেও উল্লেখ করেছিলেন। চলতি বছরের আগস্টে, ওই মামলায় পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাই কোর্টের বিচারপতি হরপ্ৰীত সিং ব্রার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন, এই আদালতের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গি হল এখানে অবৈধ বা অশুচি বলে চিহ্নিত করা উদ্বেগের বিষয় নয়, তাই সত্যে পৌঁছানোর জন্য আদালতের নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভুল বিজ্ঞানের উপর নির্ভর না-করার কোনও কারণ নেই। অনুমানের আশ্রয় না নিয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার কাম্য। পিতৃত্ব প্রমাণে ডিএনএ টেস্টের ক্ষেত্রে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রায় ঐতিহাসিক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রায় একই ধরনের একটি মামলায় কেরল হাই কোর্টের বক্তব্য ছিল, শুধুমাত্র পিতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ দূর করার জন্য আদালত ডিএনএ টেস্টের নির্দেশ দিতে পারে না। এই ডিএনএ টেস্টের আবেদন আগেই খারিজ করে দিয়েছিল একটি পারিবারিক আদালতও। সেই আদেশ বহাল রেখে হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, বাবা কে শুধুমাত্র তা নিয়ে সন্দেহ দূর করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া ন্যায়সংগত নয়। আদালত আরও বলে, শুধুমাত্র যেক্ষেত্রে আদালত মনে করবে ডিএনএ টেস্ট ছাড়া



সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রেই ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারে আদালত। আইন-আদালতের এই যুক্তি-তর্ক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই বিদেশের মতো এখন ভারতের বাজারেও পিতৃত্ব যাচাইয়ে পেটারনিটি ডিএনএ টেস্টিং কিট-এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। ভারতীয় বাজারে বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে সুবিধাজনক দামে সহজেই মিলছে ঘরোয়া কিট। কিন্তু এই উর্ধ্বমুখী চাহিদাই গুরুতর প্রশ্নও তুলে দিয়েছে পিতৃত্ব পরীক্ষা কেন একটি সাধারণ প্রয়োজন হয়ে উঠছে? এটি কি সম্পর্কের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের লক্ষণ, না কি স্বচ্ছতা এবং দ্ব্যবদ্ধতার বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তন? এই প্রবণতা বাড়তে থাকলে, সম্পর্ক যেসব পারস্পরিক আস্থার উপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে? পরিবার বলে হয়তো আর কোনও বন্ধন থাকবে না। এসব কিট সাধারণ প্রেক্ষাপট টেস্ট কিটের মতো নয়। বরং অনেকটা করোনা টেস্ট কিটের মতো। কিটে সংগৃহীত নমুনা সংস্থার ল্যাবে পাঠাতে হবে। ল্যাব অ্যানালিসিস করে রিপোর্ট দেবে গ্রাহককে। এক সময় পিতৃত্ব যাচাইয়ের যে ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি আইনি জটিলতার আওতায় ছিল, এবং ব্যয়বহুলও ছিল যথেষ্ট তা এখন সাধারণের হাতের মুঠোয়, যা একজন ব্যক্তিকে জৈবিক

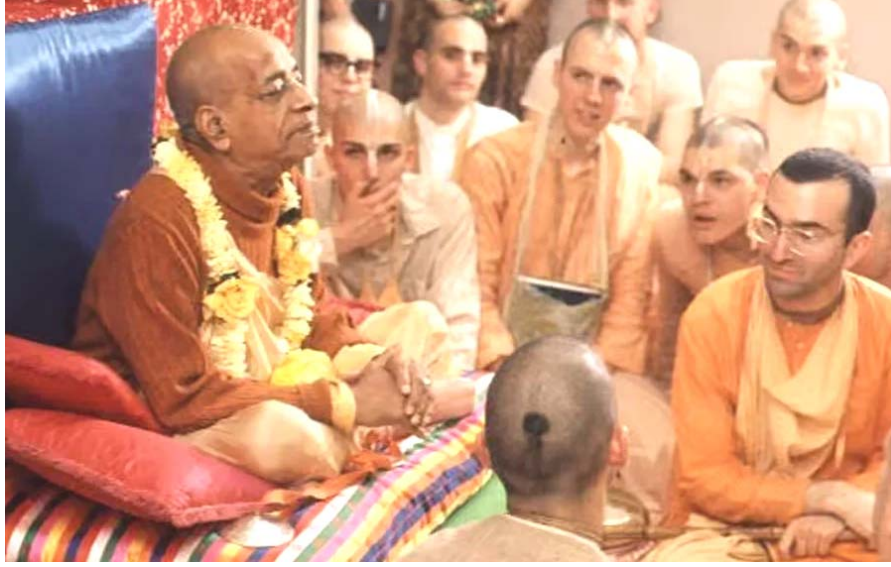
সম্পর্ক নিশ্চিত করার ক্ষমতা দেয়। আধুনিক পেটারনিটি ডিএনএ কিটগুলি ৯৯.৯৯ শতাংশ নির্ভুল রিপোর্টের দাবি করে। কঠোর আন্তর্জাতিক মান-এর স্বীকৃতি মেনে চলে এসব সংস্থা। সংস্থাগুলি রিপোর্টের সর্বাধিক গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে থাকে। পিতৃত্বের ডিএনএ টেস্ট কেন দৈনন্দিন চাহিদা হয়ে উঠল? প্রথমত, সম্পর্কে অনাস্থা। জীবনসঙ্গীর প্রতি অবিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান ঘটনাগুলি এই প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সামাজিক গতিশীলতা বাড়ছে, কিন্তু পারস্পরিক বিশ্বাস বা সম্পর্কের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ এখনও মানুষের মনে শিকড় গেড়ে বসে আছে। সেই প্রবণতা থেকেই মানুষের বৈজ্ঞানিক স্পষ্টতা খোঁজার চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, আইনি এবং সামাজিক কারণ। হেফাজত, উত্তরাধিকার বা শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আইনি লড়াইয়ে প্রায়ই পিতৃত্ব পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য নির্ভরযোগ্য জৈবিক পরীক্ষার গুরুত্ব রয়েছে। তৃতীয়ত, এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রতি অতি আগ্রহের যুগে ডিএনএ পরীক্ষা জৈবিক শিকড় সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়। এই সহজলভ্য পিতৃত্ব-পরীক্ষা ব্যক্তিক্ষমতার বিকাশ বলে গণ্য হলেও নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন এড়ানো যাচ্ছে না। সংবেদনশীল জেনেটিক ডেটা এর সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে, তথ্যের অপব্যবহার বা

অননুমোদিত ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ থাকছেই। অপ্রত্যাশিত ফলাফল পারিবারিক বন্ধন দুর্বল বা ছিন্ন করতে পারে, মানসিক কষ্ট, এমনকী সামাজিক কলঙ্কের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এই পরীক্ষার চাহিদা ও অস্তিত্ব, ব্যক্তিগত সম্পর্কের অন্তর্নিহিত অবিশ্বাসের দিকে নির্দেশ করে, যা একটি বৃহত্তর সামাজিক চ্যালেঞ্জকেও প্রতিফলিত করছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মত, পেটারনিটি ডিএনএ টেস্টিং কিট-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পারস্পরিক আস্থার সম্পর্কে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে কি বিশ্বাস নামক বোধটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে? মনোবিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই ধরনের পরীক্ষার উপর নির্ভরতা সম্পর্কের ভিত্তিতে আস্থা নষ্ট করতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে সন্দেহ ক্রমে অস্বাভাবিক রূপ নিতে পারে। তবে আইনি বিশেষজ্ঞদের যুক্তি, এই পরীক্ষার লভ্যতার সুবাদে পারিবারিক বিবাদে দীর্ঘ আইনি লড়াই এড়ানো যাবে। পুন প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ডিএনএ টেস্ট অনুমতিসাপেক্ষ, তবে শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে ডিএনএ টেস্ট তার অধিকারকে লঙ্ঘন করতে পারে। তাছাড়া, সন্তানের মায়ের অনুমতি না-নিয়ে পিতৃত্বের ডিএনএ টেস্ট সেই মহিলার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও বটে। তাই এই ধরনের কিট নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা এড়ানো যাচ্ছে না।

খালি পকেটে আমেরিকা পাড়ি থেকে ‘হরে কৃষ্ণ’ আন্দোলন, কীভাবে রূপ পেল আজকের ইসকনঞ্জ

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারিতে উত্তাল বাংলাদেশ। আঁচ এসে পড়েছে ভারতেও। ইসকনের সঙ্গে চিন্ময় কৃষ্ণের যোগ না থাকলেও তারা সন্ন্যাসীর পাশে আছে বলেই জানিয়েছে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই প্রতিষ্ঠানের শিকড় কোথায়? প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন? ইসকন প্রতিষ্ঠানের নেপথ্য কারণই বা কী? এই প্রতিবেদনে রইল সব প্রশ্নের উত্তর।

ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালি। আরও স্পষ্ট করে বললে কলকাতার এক বাসিন্দার হাতে গড়ে ওঠে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসায়নেন্স। বাংলায় লিখলে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা সবার পরিচিত ইসকন। ১৯৬৫ সালে সম্ভব ছুইছুই বৃদ্ধ অভ্যচরণ দে পকেটশূন্য অবস্থায় পাড়ি দেন আমেরিকায়। ছেলেবেলায় তাঁর কুষ্ঠি দেখে এক জ্যোতিষ বলেছিলেন, তিনি আমেরিকায় পাড়ি দেবেন। স্নানমণ্ডন্য ধর্মপ্রচারক হিসাবে নাম লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়। খিদিরপুর থেকে জাহাজে ওঠার সময় তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে ছিল? প্রশ্নটার আজ কোনও মূল্য নেই। সেই অভ্যচরণ তথা ভক্তিবাদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লীলাধর গড়ে তুললেন ইসকন। তাঁর মননে শুধুই কৃষ্ণ বিরাজ করতেন। চিন্তাভাবনা পার্থসারথীকে নিয়েই, তা আলাদা করে বলার কোনও প্রয়োজন নেই।



১৯৬৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র তথা শিক্ষক ভক্তিবাদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লীলাধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রতিষ্ঠা করেন ইসকন। তবে কি খুব সহজে ইসকন বর্তমান রূপ পেয়েছিল? উত্তর, না। অভ্যচরণ গড়ে তোলেন ঋহরে কৃষ্ণজ্ঞ আন্দোলন। আটলান্টিকার ওপারে পা রাখার পর একাকী সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি যেখানেই সুযোগ পেতেন সেখানেই বক্তৃতা দিতেন। এবং মানুষ তাঁর শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হতে থাকেন। ১৯৬৬ সালে, নিউ ইয়র্ক সিটির লোয়ার ইস্ট প্রান্তে একটি স্টোরফ্রন্ট থেকে কাজ শুরু করেন। একটি আধ্যাত্মিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে নাম দেন ইসকন। তবে সভ্য দেশের নাগরিকরা কথা শুনবেন কেন? তা আঁচ করতে পেরে সমাজ থেকে বহিস্কৃত

আমেরিকানদের নিজের কাজের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁদেরকে ভগবত গীতার অর্থ বোঝানো শুরু করেন তিনি। সেই একক প্রচেষ্টায় তৈরি হওয়া প্রতিষ্ঠান আজ বিশ্বের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে। তাঁরা ভজন ও ভক্তির মাধ্যমে দেশ ও বিশ্বের মানুষকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন। কৃষ্ণ নাম বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য তাঁদের। বিশ্বজুড়ে হাজারের বেশি মন্দির রয়েছে। এমনকী পাকিস্তানেও রয়েছে ইসকন। তাদের ৪০টি গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং ১০০টিরও বেশি নিরামিষ রেস্টুরাঁ রয়েছে। ভারতে প্রথম ইসকন মন্দির নির্মিত হয় ১৯৭৫ সালে। শ্রী কৃষ্ণের রাসলীলা ক্ষেত্র বৃন্দাবনে। এই মন্দিরটি কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির নামেও পরিচিত।

ধর্মরাজ্যের অধিকারী কারা নয়

একজন কথাপ্রসঙ্গে বললেন শ্রীকৃষ্ণ ‘অহং’ ‘মাং’ ইত্যাদি কথা বার-বার গীতায় বলেছেন কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তো সব সময় ‘মা’ ‘তিনি’ এইভাবে বলেছেন। ‘আমি’ ‘আমাকে’ কথাই কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর ‘আমি’, ‘আমাকে’, ‘আমার’ ইত্যাদি কথা বার বার উচ্চারণ করলে অহঙ্কার আসতে পারে, অভিমান আসতে পারে, তাই ওভাবে বলেছেন। জানবেন হীনমন্য অহংকে যারা প্রশ্রয় ও প্রাধান্য দিয়ে চলে, তারা ধর্মরাজ্যের কেউ নয়, তারা শয়তানেরই সাগরেদ। ধর্মরাজ্যে ঢুকতে গেলে তাই মানুষ অহংকে খাটো করার জন্য আগে গুরুর কাছে মাথা মোড়ায়, গুরুময় হয়, গুরুর জয় গায়, যতদূর পারে নিজেকে ভুলে যায়, নিজেকে মুছে ফেলে। তখন পরমপিতা তার অন্তরে আসন পাতেন। তার দ্বারা অপরের অহং যথাসম্ভব আহত বা প্রতিহত হয় না, বরং অপরের অহঙ্কার ও অভিমানকে অক্লেশে স’য়ে-ব’য়ে শুভে বিন্যস্ত ক’রে সে তাদিগকে পরমপিতামুখী ক’রে তুলতে পারে। যার ego (অহং) ad-justed (নিয়ন্ত্রণ) ও surrendered (সমর্পিত) হয়নি, যে অপরের ego (অহং) কে tolerate ও mould (সহ ও নিয়ন্ত্রিত) করতে পারে না, সে কিন্তু মানুষের সত্তাকে আত্মিক পোষণ দিতে পারে কমই। কারণ, তার নিজেরই আত্মিক জাগরণ ঘটেনি। গুরুগতপ্রাণ হ’য়ে অহঙ্কার জয় করা তাই ধর্মজীবনের first basic factor (প্রথম মৌলিক উপাদান)। অহঙ্কার যাতে পোষণ না পায়, কথাবার্তা, চালচলনও সেই কায়দায় চালাতে হয়। তারই নমুনা দেখিয়ে গেছেন ঠাকুর। আবার, ভাবাবিষ্ট হ’য়ে নিজের ভূতমহেশ্বর স্বরূপও কত জয়গায় কতভাবে ব্যক্ত করেছেন ভক্তদের কাছে। এই সবখানি নিয়ে তাঁকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ‘অহং’, ‘মাং’ ইত্যাদি বলেছেন, সেখানে কিন্তু হীনমন্য অহংকারের নামগন্ধও নেই। নিজের অখণ্ড স্বরূপকেই তিনি সেখানে ব্যক্ত করেছেন। অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানসিদ্ধ সাধক ভাবারূঢ় অবস্থায় যেখানে ‘সোহং’ বলেন, তাও বিলকুল ঠিক। কিন্তু অধিকারী যদি অহংকারের প্ররোচনায় ঐ কথা হামেশা আওড়ায়, তাতে বিপদ আছে। সেইজন্য নিরাপদ হ’ল ভক্তির পথে ‘তুমি প্রভু’ ‘আমি তোমার নিত্যদাস’ এই ভাব নিয়ে চলা। ভক্তির সঙ্গে কর্ম, সেবা, বিচার, বিশ্লেষণ, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য সবকিছুই থাকে। ওতে কিছুই বাদ পড়ে না। জীব ও ঈশ্বর যে অভেদ তাও বোধ করা যায়। কিন্তু ভক্ত বলে ‘আমি চিনি হ’তে চাই না, চিনি খেতে চাই।’ সে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার হ’য়ে তাঁতে লয় পেয়ে যেতে চায় না, সে চায় ঈশ্বরের সেবা করতে, পূজা করতে, স্তুতিগান করতে, তাঁর প্রেমে জগৎকে মাটিতে তুলতে, প্লাবিত ক’রে দিতে, নিজেকে তাঁর উপভোগ্য ক’রে নিরন্তর তাঁকে ও নিজের সত্তাকে তিল-তিল ক’রে নিত্য নবীনভাবে উপভোগ করতে। একেই বলে অমৃতময় জীবন। মৃত্যু এখানে স্তব্ধ হ’য়ে যায়। তার আয়ু, বল, বীৰ্য্য এস্তার বেড়ে যায়। শরীরের প্রতিটি কোষে ব্রহ্মানন্দের কাঁপন জাগে। কি যে অবস্থা হয় ব’লে বোঝাবার নয়।

—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আলোচনা প্রসঙ্গে, ১১/১৫.৪.১৯৪৮

এই সপ্তাহের রাশিফল.....

মেঘ রাশি ☁

জাতক জাতিকাদের চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহটি শুভ যেতে চলেছে। এই সময় কোনও কাজেই আপনি পিছিয়ে যাবেন না। ভাগ্যের দ্বার খুলবে। এসময় আপনার আত্মবিশ্বাস ক্রমশ বাড়তে থাকবে। প্রত্যেকটি কাজই জীবনে হয়ে যাবে। কর্মজীবন থেকে ব্যবসায় যে বাধা ছিল তা থেকে বেরোতে পারবেন। নতুন সম্পত্তি কিনতে পারেন। নিজের ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন।

বৃষ রাশি 🐄

জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে প্রতিটি কাজ ধৈর্য ধরে করার চেষ্টা করুন। দাম্পত্য জীবন থেকে পারিবারিক জীবনে আপনিও সুখী হবেন। এসময় কোনও কাজেই আপনি পিছিয়ে যাবেন না। তাছাড়া প্রেমের সম্পর্কে যারা যুক্ত তাদের খুব ভালো সময়। এসময় আপনি যদি দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে চান, যেতে পারেন। যারা অববাহিত রয়েছেন তাদের বিয়ে হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় আপনার স্ত্রীর শরীর ভালোই থাকবে।

মিথুন রাশি ♊

জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহটি মোটামুটি যেতে চলেছে। এসময়ে আপনি কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। বাড়িতে সুখের পরিবেশ বজায় থাকবে। তাছাড়া নতুন জমি কিনতে পারেন। এসময় মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। এসময় শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিশেষ পরামর্শ পাবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য খুব শুভ সময়। এসপ্তাহে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি লাভ হবে আপনার। তাছাড়া দূরে কোথাও ভ্রমণে যেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সুখে কাটাতে পারবেন। এসময় বাড়িতে শুভ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আপনার। আপনার আর্থিক দিকেও খুব লাভ হবে।

কর্কট রাশি 🦀

জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহটি উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে যাবে। এই সপ্তাহে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তবেই জীবনে সুখী হতে পারবেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন। বাবা মায়ের সঙ্গে শুভ সম্পর্ক বজায় থাকবে।

তবে প্রত্যেকটি কাজ মাথা ঠান্ডা রেখে করলে তবেই আপনার সকল কাজে সফলতা আসবে। এই সময় প্রেম জীবনে যারা যুক্ত তাদের খুব ভালো সময়। এসময় বড় কোনও রোগে ভুগতে হতে পারে আপনাকে।

সিংহ রাশি 🦁

জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহটি শুভ যেতে চলেছে। কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। তাছাড়া যারা বিদেশে যেতে চাইছেন যেতে পারেন। এই সময় সকলের কথা মাথায় রেখে তবেই কিন্তু ব্যবসায় বিনিয়োগ করবেন। ব্যবসা আপনার অর্থক্ষতি হতে পারে। অযথা তর্কাতর্কিতে জড়াবেন না। দাম্পত্য জীবনে সুখের পরিবেশ বজায় থাকবে। এসময় মনের ইচ্ছাও পূরণ হবে আপনার।

কন্যা রাশি ♀

ব্যক্তিদের এই সময়ের পরিবেশ অনুকূলে থাকবে। সোনা ব্যবসায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে আপনার। পৈতৃক সম্পত্তিতে যে বাধা ছিল সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অযথা কারোর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়াবেন না। এসময় পরিবেশ অনুকূলে থাকবে। পিতা-মাতা, ভাই বোনের সঙ্গে শুভ সম্পর্ক বজায় থাকবে। তাছাড়া স্ত্রীর কাছ থেকে ভালো খবর পাবেন। নিত্যদিন ঠাকুরের পূজা করুন। তবেই আপনার জীবনের বাধা কাটবে।

তুলা রাশি ♎

জাতক জাতিকাদের এই সময় জীবনে নানান সমস্যা আসবে। কোনও কাজেই সফলতা অর্জন করতে পারবেন না। ক্রমশ বাড়তি খরচ বাড়তে থাকবে। বিরোধীরা আপনার ক্ষতি করতে পারেন। এই সময় বাবা মায়ের সঙ্গে কথা, কাটাকাটি, ঝগড়া, অশান্তি লেগে থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি ♏

জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহটি মোটামুটি যাবে। এই সপ্তাহে আপনার কেউ ক্ষতি করতে পারবেন না। তবে কোনও কাজ করার আগে মাথা ঠান্ডা রেখে করবেন। এই সপ্তাহে কোনও কাজেই আপনি কারোর সমর্থন পাবেন না। তবে আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পাবেন। এসময় অংশীদারিত্ব ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। সেখান থেকে অর্থপ্রাপ্তি

হতে পারে। তবে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আপনার ভালোই থাকবে।

ধনু রাশি 🏹

জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহটি খুব ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যাবে। এসময় কঠিন পরিশ্রম করতে হবে আপনাকে। তাছাড়া প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ভালো ফল লাভ করতে পারবেন। এসময় আপনার খরচের দিকে ভাবতে হবে না। আপনি ভাইবোনের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পাবেন। প্রেম জীবনে যারা যুক্ত তাদের জীবনেও খুব শুভ হবে।

মকর রাশি ♐

ব্যক্তিদের জাতক জাতিকাদের এই সময়টি পরিবেশ অনুকূলে থাকবে। এসময় সকল কাজেই এগিয়ে যেতে পারবেন। মানসিক চাপ আগের থেকে অনেক কমবে। এসময় আপনার সময় খুব ভালো যাবে। বড় ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। সেখান থেকে অর্থপ্রাপ্তি হবে। পারস্পরিক সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। মাথা ঠান্ডা রেখে সব কাজ করবেন।

কুম্ভ রাশি ♒

জাতক জাতিকাদের এই সময়টি মোটামুটি যেতে চলেছে। এসময় দূরে কোথাও ঘুরতে গেলে সাবধানে যাবেন। যখন মাথা ঠান্ডা রেখে প্রত্যেকটি কাজ করবেন। মনের মানুষের সঙ্গে দেখা হতে পারে। সপ্তাহের মাঝখানে আপনার জন্য শুভ সময়। তবে অর্থপ্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লটারি কাটলে সেখানে অর্থপ্রাপ্তি আসবে। আটকে থাকা প্রত্যেকটি কাজ হয়ে যাবে। ব্যবসাতেও আসবে সফলতাও। মাথা ঠান্ডা রেখে সব কাজ করলে তবেই সফলতা আনতে পারবেন।

মীন রাশি ♓

জাতক-জাতিকাদের এই সময়টি ততটা শুভ নয়। এসময় জীবনে নানান সমস্যা আসবে। নতুন ব্যবসায় আর্থিকক্ষতি হতে পারে। ব্যবসার কাজে বাবামায়ের বিশেষ পরামর্শ নেবেন। কোথাও বিনিয়োগ করলে অবশ্যই কাগজপত্র দেখে নেবেন। এসময় যারা প্রেম জীবনেযুক্ত তাদের জীবনেও নানান সমস্যা আসবে। সপ্তাহের মাঝখান থেকে আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ যাবে।

সংসদে বাংলাদেশ ইস্যু: শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর আজি সুদীপের, বিজেপির নিশানায় অনুপ্রবেশ

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি: সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে মঙ্গলবার উঠল বাংলাদেশ ইস্যু। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন অনুযায়ী এদিন লোকসভায় শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর আজি জানালেন লোকসভার তৃণমূল দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কাজের জন্য রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এদিন জিরো আওয়ারে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে উঠে দলনেত্রীর কথা অনুযায়ী সেই আবেদন জানান তৃণমূল সাংসদ।

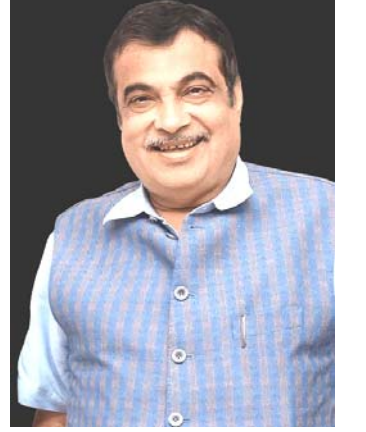
আলোচনায় পালটা বিজেপি সাংসদদের নিশানায় ছিল বাংলায় অনুপ্রবেশের অভিযোগ। লোকসভা ও রাজ্যসভায় এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ সরকার ও শমীক ভট্টাচার্য। দিনের শুরুতে লোকসভায় রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বাংলাদেশ ইস্যুতে সরব হন। তাঁর প্রশ্ন, “বাঙালি হিন্দু হওয়া কি অপরাধ? বাংলাদেশের যেভাবে রাষ্ট্রীয় মদতে বাঙালি হিন্দুদের চিহ্নিত করে তাঁদের উপর অপরাধ হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হলে আন্দোলনকারী চিন্ময় কৃষ্ণ

দাসকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। দিনের পর দিন অনুপ্রবেশকারীরা এসে আমাদের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে।” তাঁর আরও অভিযোগ, “এগুলি হচ্ছে সরকার পক্ষের মতে। বিভিন্ন জেলায় সন্ত্রাস পরিস্থিতি আটকাচ্ছে না সরকার।” অন্যদিকে, রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর অভিযোগ, খাস কলকাতাতেই রোহিঙ্গা শিবির গড়ে উঠেছে।

যা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই রাজ্য সরকারের। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকার জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এর পর জিরো আওয়ারে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে ওঠেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কেন্দ্র অবিলম্বে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশে শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠাক।

প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন রুখতে তারা পদক্ষেপ নিক। উল্লেখ্য, সোমবারই বিধানসভায় এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিরক্ষা বাহিনী, রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হওয়া নিয়ে বিবৃতির পাশাপাশি তিনি সংসদীয় দলের মাধ্যমে সরকারের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কথাও বলেন। নেত্রীর নির্দেশ মেনে এদিন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে লাগাতার হিন্দু নির্যাতন নিয়ে কেন্দ্রের জাতীয়তাবাদী সরকারের খুব সক্রিয় ভূমিকা এখনও পর্যন্ত চোখে পড়েনি। বিদেশমন্ত্রক বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে কোনও কড়া বার্তাও পৌঁছানি ঢাকার কাছে। সংসদ চলাকালীন বাংলাদেশ নিয়ে বিবৃতি দিন প্রধানমন্ত্রী, এই দাবি তুলেছে তৃণমূল।

‘রাজনীতি অতৃপ্ত
আত্মার সাগর, এখানে
কেউ খুশি
নয়’, গড়করির
মন্তব্যে জল্পনা



সংবাদ সংস্থা, মুম্বই: মহারাষ্ট্রে চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। কে হবেন রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী, সেই নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা। সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য যাঁদের নাম ভাসছে, সেই তালিকায় তাঁর নামও রয়েছে। এরই মধ্যে জীবন দর্শনের কথা শোনালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করি। সদ্য নাগপুরে নিজের বই ‘৫০ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গড়করি বলেন, প্রত্যেকটা মানুষকে জীবনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সেটা সামাজিক জীবন হোক, রাজনৈতিক জীবন হোক, পেশাগত জীবন হোক। সেসব চ্যালেঞ্জ সামলাতে বাঁচার কৌশল রপ্ত করতে হবে। এরপরই রাজনৈতিক জীবন নিয়ে ধ্রুবসত্য তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলে দেন, রাজনীতিতে কেউ সন্তুষ্ট নয়। সবাই আরও আরও চায়। গড়করির কথায়, “রাজনীতি অতৃপ্ত আত্মার সমাহার। এখানে কেউ খুশি নয়। যে কর্পোরেশন হয়েছে সে বিধায়ক হতে পারেনি বলে খুশি নয়। যে বিধায়ক সে মন্ত্রী হতে পারেনি বলে খুশি নয়। যে মন্ত্রী সে আরও বড় মন্ত্রীপদ পায়নি বলে অখুশি। যে বড় মন্ত্রক পেয়েছে, সে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেনি বলে অখুশি। যে মুখ্যমন্ত্রী সে আবার এটা ভেবে অখুশি যে যে কোনও সময় হাইকম্যান্ডের নির্দেশে তাঁকে সরে যেতে হতে পারে।” কেন হঠাৎ গড়করির মুখে এই জীবন দর্শন? অবশ্য এর আগে রাজস্থানের এক সভাতেও এই একই কথা তিনি বলেছিলেন। তবে এবার যে সময় তিনি এই মন্তব্য করলেন সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলছে। একনাথ শিঙের শিব সেনা এবং বিজেপির মধ্যে চলছে দর কষাকষি। শোনা যাচ্ছে, দেবেন্দ্র ফড়্গবিসের নামে কোনওরকম ভাবে সম্মত হওয়া না গেলে দূরতম সম্ভাবনা হিসাবে গড়করির নাম উঠে আসতে পারে। তবে সেই সম্ভাবনা একেবারেই দূরতম। মহারাষ্ট্র বিজেপির প্রথম পছন্দের তালিকায় তিনি নেই। সেকারণেই কী গড়করির এই জীবনদর্শন?

ত্রিপুরায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসে হামলায় ঘটনায় আটক ৭

সংবাদ সংস্থা, আগরতলা : আগরতলায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসে হামলার জের, তিন পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করল ত্রিপুরা সরকার। আরও এক পুলিশ আধিকারিককে কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ওই ঘটনায় অভিযুক্ত সাতজনকে আটক করা হয়েছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সোমবারই আগরতলায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে সোমবার আগরতলায় প্রতিবাদ দেখান বহু মানুষ। সেই সময় তাঁরা বাংলাদেশের উপদূতাবাসে ঢুকে পড়েন, উপদূতাবাসে হামলার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দেয় ঢাকা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তরফে প্রতিক্রিয়ায় অভিযোগ করা হয়, হামলার সময় কর্তব্য পালন করেনি নিরাপত্তারক্ষীরা। ফলে দূতাবাসের কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দিল্লির উদ্দেশ্যে বলা হয়, “অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন।” এদিকে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে নয়াদিল্লি। বিবৃতি প্রকাশ করে বিদেশ মন্ত্রক জানায়, কোনও দেশের দূতাবাস বা উপদূতাবাসকে নিশানা করা কাম্য নয়, তা যে পরিস্থিতিই হোক না কেন। ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাস এবং উপদূতাবাসগুলির সামনে নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এদিকে আগরতলার ঘটনার পর সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায় একদল ছাত্র।

দেপসাং, ডেমচক থেকে সরল লালফৌজ? সংসদে জয়শংকরের বিবৃতিতে পালটা প্রশ্ন কংগ্রেসের

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। মঙ্গলবার লোকসভায় এমনই দাবি করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে সেনা ও কূটনৈতিক স্তরে দুদেশের আলোচনায় সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম গত অক্টোবরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা নিয়ে দুই দেশের চুক্তি। আর তাঁর এই দাবির পরই পালটা আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। দাবি করেছে, চীন যে ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করেছিল বলে একসময় দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী, তা একপ্রকার মেনেই নিলেন বিদেশমন্ত্রী। এদিন লোকসভায় জয়শংকর বলেন, “আমাদের সম্পর্কের (চীনের সঙ্গে) ক্ষেত্রে শান্তি ফেরানোই যে আমাদের লক্ষ্য সেব্যাপারে আমরা গোড়া থেকেই পরিস্কার ছিলাম। ২০২০ সাল থেকে সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়েছি।” সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর দেপসাং ও ডেমচক নিয়ে



চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রসঙ্গত, গত ৩১ অক্টোবর সেনার তরফে জানানো হয়, ডেমচক এবং দেপসাংয়ে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকা থেকে সম্পূর্ণভাবে সেনা প্রত্যাহার করেছে দুদেশ। শুরু হয়েছে স্বাভাবিক নজরদারি। তবে এখনও যেসমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলো মেটানোর জন্য নিয়মিত আলোচনায় বসবেন দুদেশের সেনার কমান্ডার পর্যায়ে আধিকারিকরা। এদিকে জয়শংকরের এই দাবির পালটা দিয়েছে কংগ্রেস।

হাত শিবিরের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেত বলেন, “লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও সমস্ত বিরোধীরা দাবি করেছিলেন চীন আমাদের ভূমি দখল করেছে, সেকথা আজ জয়শংকর মেনে নিলেন। তিনি বরং এটা বলুন যে ২০২০ সালের পরিস্থিতি আবার কবে হবে।” উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবরের আগে পর্যন্ত সীমান্তে স্রেফ টহলদারি চালাত ভারত-চীন। কিন্তু গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে সীমান্তে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সেনা মোতায়েন করে দুদেশই। এমনকি অস্থায়ী ছাউনি-সহ নানা নির্মাণও দেখা যায় সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাজুড়ে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও দুদেশের মধ্যে বৈরিতা বাড়ে। তবে প্রধানমন্ত্রী মোদির ব্রিকস সামিটে যোগ দেওয়ার ঠিক আগেই সেনা সরানো এবং ২০২০ সাল থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলো সমাধান করতে দিল্লি বেজিং একমত হয়। এবার নতুন করে বিতর্ক বাড়ল জয়শংকরের বিবৃতি ঘিরে। এখন দেখার, এর জবাবে কেন্দ্র কী বলে।

চরমে হিন্দু নির্যাতন, উলটে ভারতের রাষ্ট্রদূতকেই তলব ঢাকার

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা: বাংলাদেশে চরমে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন। এখনও জেলবন্দি ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু। আদালতে তাঁর হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে আক্রান্ত আইনজীবী। চিন্ময়ের পরেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে একাধিক সন্ন্যাসীকে।

পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে ভারতীয় হিন্দু জানলেই তাঁদের উপর বেড়ে যাচ্ছে অত্যাচার। বিপন্ন গণতান্ত্রিক কাঠামো। এই আবহে উলটে ভারতের উপরেই চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে মহম্মদ ইউনুসের সরকার। আজ মঙ্গলবার ঢাকায় তলব করা হয়েছে ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মাকে। জানা গিয়েছে, ত্রিপুরায় বাংলাদেশি

দূতাবাসে যে হামলা হয়েছে তারই প্রতিবাদে আজ প্রণয় বর্মাকে ডেকে নির্যাতন। এখনও জেলবন্দি ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু। আদালতে তাঁর হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে আক্রান্ত আইনজীবী। চিন্ময়ের পরেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে একাধিক সন্ন্যাসীকে।

জানিয়ে বলেছিলেন, “প্রতিবাদ মিছিলের সময় কিছু যুবক বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের অফিসে ঢুকতে চেয়েছিল। আমি এই ঘটনার নিন্দা জানাই। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু এই ধরনের আচরণ মেনে নেওয়া যায় না।”

হামলায় সরব হয় ভারতের বিদেশমন্ত্রকও। বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, আগরতলায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন প্রাঙ্গণে ভাঙচুরের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। কোনও পরিস্থিতিতেই কূটনৈতিক এবং কনসুলার সম্পত্তি নষ্ট করা উচিত নয়। এবার এই হামলাকে হাতিয়ার করেই পালটা ভারতের উপর চাপ বাড়াতে চাইছে ইউনুস সরকার।

প্রেম-প্রতিশোধের গল্প, কেমন হল ইয়ে কালি কালি আঁখে সিরিজের দ্বিতীয় মরশুম?



রোমান্স, থ্রাইলার। ইয়ে কালি কালি আঁখে ওয়েব সিরিজ (Yeh Kaali Kaali Ankhein Season 2) তৈরির নেপথ্যে এই তিন ফর্মুলা। প্রথম মরশুমেও যা ছিল, দ্বিতীয় মরশুমেও তার ব্যতিক্রম হল না। নেটফ্লিক্সের সিরিজের এবারের এপিসোডের সংখ্যা ছয়। তাতে টুইস্ট অ্যান্ড টার্নস অবশ্যই আছে। কিন্তু সবই যেন ইঁদুর দৌড়-এর মতো। শুধুই পালিয়ে বেড়ানো। গল্পের সূত্রপাত হয়েছিল বিক্রান্ত আর পূর্বীর ছোটবেলা থেকে।

ক্সআমার বন্ধু হবে? এই প্রশ্নই বিক্রান্তকে করেছিল পূর্বী। কিন্তু বিক্রান্ত তাতে রাজি ছিল না। এদিকে পূর্বী যে প্রভাবশালী অথিরাজ অবস্তির মেয়ে। তাঁকে উপেক্ষা করা কি অত সহজ। ছোটবেলায় বিক্রান্তের মুশকিল আসান হয়েছিল পূর্বী আচমকা বিদেশ চলে যাওয়ায়। কিন্তু ভাগ্যের ফের তাঁকে আবারও নিয়ে এল বিক্রান্তের জীবনে। বিক্রান্ত তখন শিখার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে সাধারণ জীবনের স্বপ্ন দেখছে। বিক্রান্তের এই স্বপ্ন বাস্তবের

মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। চাপে পড়ে পূর্বীকে বিয়ে করতে হয় তাঁকে। ভাগ্যের এই পরিহাস মেনে নিতে পারে না সে। পূর্বীকে খুনের ছক কষে। তাতেই শুরু হয় এক ভয়ংকর খেলা। সিরিজের নতুন এপিসোড শুরু হয় পূর্বীর মায়ের গল্প দিয়ে। কিন্তু তার পর আবার বর্তমান সময়ের টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায়। সাধারণ জীবন পেতে মরিয়া বিক্রান্ত মানুষের দেহ টুকরো টুকরো করে কাটতেও পিছপা হয় না। বিক্রান্তের চরিত্রে তাহির রাজ ভাসিন আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

তবে তাঁর মুখে শুধুই ভয় আর উৎকণ্ঠার এক্সপ্রেশন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। বরং পূর্বীর ভূমিকায় আঁচল সিংয়ের অভিনয় প্রশংসনীয়। নিজের চরিত্রের রহস্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। শিখা হিসেবে শ্বেতা ত্রিপাঠি এবার পাশ্চ চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছেন। সিরিজের এই মরশুমে নতুন এন্ট্রি গুরমীত সিং।

গুরমীতের সিল্প প্যাক অবশ্যই ভালো। তবে অভিনয় আরও একটু জোরদার হলে ভালো লাগত। বাকি চরিত্রের নজর কেড়েছেন সৌরভ শ্রুঙ্গা, অরুণোদয় সিং, ব্রিজেন্দ্র কালরা, অনন্ত ভি. জোশী, হেতল গড়া, সুনীতা রাজওয়ার। তবে ক্যাট অ্যান্ড মাউস গেম মূলত বিক্রান্ত ও পূর্বী চরিত্রকে

কেন্দ্র করে। প্রেম-প্রতিশোধের এই যুদ্ধে জয় কার হবে? তা জানার জন্য পরবর্তী মরশুমের অপেক্ষা করতেই হবে। তবে এবারের ছটি এপিসোড ছন্নাড়াভাব বেশি। তবে হ্যাঁ, সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত পরিচালিত ইয়ে কালি কালি আঁখে সিজেন ২তে সাসপেন্সের উপাদান অবশ্যই রয়েছে।

কপিলের শোয়ে মামা-ভাগ্নের মিলন, তিক্ততা ভুলে কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরলেন গোবিন্দা



মিলন।

কপিল শর্মার শোয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কৃষ্ণ অভিষেক। কিন্তু এর আগে যখন শোয়ে গোবিন্দা ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা এসেছিলেন সেই এপিসোডে কৃষ্ণের দেখা মেলেনি। কারণ দুই পরিবারের মনোমালিন্য। শোনা যায়, কৃষ্ণের 'দ্য ড্রামা কোম্পানি' শো থেকে তিক্ততার সূত্রপাত। প্রযোজকদের অনুরোধে একদিন এই শোর অতিথি হয়ে আসেন সস্ত্রীক গোবিন্দা। শোয়ে কৃষ্ণের এক রসিকতা নাকি গোবিন্দার একেবারেই পছন্দ হয়নি। তারকার মনে হয়েছিল, তাঁকে অসম্মান করা হয়েছিল।

তিক্ততার এই আগুনে

ঘুতাত্তি পড়ে কৃষ্ণের স্ত্রী কাশ্মীরী শার সোশাল মিডিয়া পোস্টে। নিজের সেই পোস্টে

অভিনেত্রী লিখেছিলেন, টাকা নিয়ে মঞ্চ নাচার লোকজন।

এতেই জলঘোলা হতে শুরু করে।

কানাঘুষো শোনা যায় গোবিন্দা এবং তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই এহেন পোস্ট কাশ্মীরীর। তবে সময় অতি বড় মলম। যেকোনও

মনোমালিন্যকে জ্ঞান করে দিতে পারে। তার আভাস মেলে কৃষ্ণের বোন আরতির বিয়েতে। মামা হিসেবে ভাগ্নীর বিয়েতে যোগ দেন গোবিন্দা। তার পর থেকেই সম্পর্ক সহজ হতে শুরু করে। গোবিন্দার গুলি লাগার খবর পেয়েও বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন কৃষ্ণ-কাশ্মীরী। 'হিরো নম্বর ১'কে দেখতে হাসপাতালেও গিয়েছিলেন কাশ্মীরী। যে



হালকা দূরত্ব ছিল তাও ঘুচে গেল কপিল শর্মার শোয়ে। মামাকে দেখেই কৃষ্ণ বলেন, এত দিন পর দেখা হল। আর কোথাও যেতে দেব না। হাসতে হাসতে ভাগ্নেকে জড়িয়ে ধরেন গোবিন্দা। মজার ছলে তাঁকে গাথা বলেও সম্বোধন করেন 'হিরো নম্বর ১'। গোবিন্দার পাশাপাশি কপিলের শোয়ের এই এপিসোডের অতিথি ছিলেন শক্তি কাপুর ও চাক্কি পাণ্ডে।

আরাধ্যার কথা ভেবেই কষ্ট হচ্ছে অভিষেকের, মনে মনে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন!

নিত্যদিন বচন পরিবারের অন্দরের সমীকরণ নিয়ে নয়া তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। এর মাঝেই দুবাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে অভিষেক বচনের সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনা যেন কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলেন ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন। নিজের পদবি থেকে বচন সরিয়ে দিলেন ঐশ্বর্যা। এ বার আরাধ্যার সঙ্গে দূরত্ব অনুভবের কথা জানানলেন অভিষেক।

সম্প্রতি অভিষেকের ছবি আই ওয়ান্ট টু টক মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে অভিষেকের অভিনয় যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তেমনি এই ছবিতে বাবা-মেয়ের গল্পে এক এক সময়ে আরাধ্যার কথা ভেবে বড্ড মনখারাপ হয়েছে জুনিয়র বচনের। ছবির পরিচালক সুজিত সরকার সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে

জানান, ছবির বিষয়বস্তু যে হেতু বাবা-মেয়ের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে, তাই খুব সহজেই ছবিটির সঙ্গে জুড়ে যেতে পারেন অভিষেক। বেশ কিছু আবেগঘন দৃশ্য রয়েছে ছবিতে। কন্যাসন্তান থাকায় গল্প নিয়ে সুজিতেরও কষ্ট হয়েছে।

সুজিত বলেন, বেশ কিছু দৃশ্যে আমারও কষ্ট হয়েছে কারণ আমি মেয়ের বাবা। অভিষেকও আমাকে বলেছেন পর্দার মেয়ের সঙ্গে কিছু দৃশ্যে এমন আবেগি হয়ে পড়েন যে নিজের মেয়ে আরাধ্যার সঙ্গে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। অমিতাভ-পুত্র এবং প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীর দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে দাঁড়ি পড়তে চলেছে। যদিও বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে মুখ খোলেননি দু'জনের কেউই।



অবশেষে মামা-ভাগ্নের মিলন। তাও আবার কপিল শর্মার শোয়ে। যাবতীয় তিক্ততা ভুলে ভাগ্নে কৃষ্ণ অভিষেককে জড়িয়ে ধরলেন গোবিন্দা। বহুদিন পর দুজন একসঙ্গে নাচলেন ক্যামেরার সামনে। নেটফ্লিক্সে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'য়ের আগামী এপিসোডেই দেখা যাবে দুই তারকার এই

রেফারির সিদ্ধান্ত ঘিরে রণক্ষেত্র গিনি, ম্যাচ দেখতে গিয়ে স্টেডিয়ামে মৃত অন্তত ১০০ দর্শক

নজেরেকর (সংবাদ সংস্থা) : ফুটবল ম্যাচ ঘিরে রক্তাক্ত হল স্টেডিয়াম। পশ্চিম আফ্রিকার গিনিতে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে প্রাণ হারালেন অন্তত ১০০ জন দর্শক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই সূত্রের খবর। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রেফারির সিদ্ধান্ত ঘিরে অশান্তি শুরু হয় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে। সেই অশান্তি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। দুপক্ষের সংঘাতে অন্তত ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গিনির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর নজেরেকরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গিনির সামরিক নেতা তথা প্রেসিডেন্ট

মামাদি দোম্বুয়ার উদ্দেশ্যে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল। রবিবার সেই টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচ দেখতেই স্টেডিয়ামে ভিড় জমান ফুটবলপ্রেমীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ম্যাচ চলাকালীন একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেন রেফারি। সেখান থেকে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের সমর্থকরা। খেলা চলাকালীনই মাঠে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। সেখান থেকেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের সদস্যরা। ভয়াবহ সংঘাতের বেশ কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, প্রচুর দেহ এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রাণভয়ে ছোট্টাছুটি করছেন অনেকেই। জানা গিয়েছে, মাঠে তুমুল অশান্তির পরে স্থানীয় থানায় গিয়ে আশুপন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। তার পর থেকেই একের পর এক দেহ উদ্ধার করা হয়েছে স্টেডিয়াম চত্বর থেকে। স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে উপচে পড়ছে মৃতদেহ। মর্গ ভর্তি হয়ে যাওয়ায় মেঝেতেই মৃতদেহ পড়ে থাকছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে যতদূর চোখ যাচ্ছে, স্নেহ মৃতদেহ। অন্তত ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মর্গেও আর দেহ রাখার জায়গা নেই। তাই হাসপাতালের মেঝেতেই ফেলে রাখা হয়েছে দেহ। তবে হাসপাতালের আরেকটি সূত্রের দাবি,



১২ জনের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায়। ঘটনা নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি। থাকার কারণে বরাবরই প্রবল গিনি প্রশাসনের তরফে অবশ্য এই উল্লেখ্য, সামরিক একনায়কতন্ত্র দারিদ্রে ভুগেছে গিনি।

ক্রিকেট ছাড়ার ৫ দিন পরই ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগ বিরাটের সতীর্থর, কেন এমন সিদ্ধান্ত?



নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জিতছিলেন ভারতের জাসসিতে। মেন ইন ব্লুর সিনিয়র দলেও খেলেছেন। কিন্তু মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগ দিলেন তিনি। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় যোগ দিয়েছেন সদ্যপ্রাক্তন ক্রিকেটার সিদ্ধার্থ কউল। ১৭ বছর ধরে ক্রিকেট খেলেছেন পাঞ্জাবের এই পেসার। ২০০৮ সালের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। টুর্নামেন্টে

তরুণ পেসার। বিশ্বকাপে মোট ১০টি উইকেট পান তিনি। শেষ পর্যন্ত ২০০৮ সালের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত, বিরাট কোহলির নেতৃত্বে। তার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে পাঞ্জাবের হয়ে খেলতেন সিদ্ধার্থ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৮৮ ম্যাচ খেলে ২৯৭ উইকেট পেয়েছেন তিনি। ২০১৩ সালে প্রথমবার আইপিএল খেলতে নামেন সিদ্ধার্থ, তৎকালীন দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের জাসসিতে। তবে আইপিএল কেরিয়ারে তাঁর সেরা সময় ২০১৭ থেকে

২০২১ পর্যন্ত। এই সময়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলতেন সিদ্ধার্থ। ২০১৮ সালের আইপিএলে ২১টি উইকেট পান তিনি। সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় সেবার দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। ওই বছরেই ভারতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় সিদ্ধার্থের। তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-২০ খেলেন তিনি। তবে ২০২১ সাল থেকে সিদ্ধার্থের কেরিয়ার গ্রাফ নিচের দিকে নামতে থাকে। সেবছর যোগ দেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে। পরে এক বছর ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডাসের স্কোয়াডেও। তার পর একের পর এক আইপিএল নিলামে অবিক্রিত থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত গত সপ্তাহে ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর কথা ঘোষণা করেন সিদ্ধার্থ। অবসর ঘোষণার দিনপাঁচেক পরেই স্টেট ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেটিজেনরা।

জামশেদপুরের কাছে হার, আইএসএলে আরও অন্ধকারে মহামেডান

মহামেডান : ১ 'ইরশাদ' জামেশদপুর ৩ 'মহম্মদ' সানান, সিভেরিও, স্টিভেন ইজে

কলকাতা (সংবাদ সংস্থা) : ফের হার। শুধু হার বললে ভুল হবে। রীতিমতো অসহায় আত্মসমর্পণ। তাও আবার বিক্রী ফর্মে থাকা জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে। সোমবার মহামেডান অ্যাওয়ে ম্যাচে হারল ১-৩ গোলে। আইএসএল এবং আই লিগের মানের যে বিস্তার ফারাক, সেটা আরও একবার টের



পেয়ে গেলেন সাদা-কালো কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। মহামেডানের জন্য এই মুহূর্তে আইএসএলের দুর্বলতম প্রতিপক্ষ ছিল জামেশদপুর এফসি। ফর্মের বিচারে মহামেডান এবং জামেশদপুর ছিল তুল্যমূল্য জায়গায়। নর্থ-ইস্ট, চেন্নাইয়িন, মোহনবাগান, শেষ তিন প্রতিপক্ষের কাছে জামেশদপুর শুধু যে হেরেছে তাই নয়, খালিদ জামিলের ছেলেরা গোল খেয়েছেন ১৩টি। এ হেন জামেশদপুরের বিরুদ্ধে ড্রাক্সটাও করতে পারলেন না মানজোকিরা। অবশ্য উলটো দিক থেকে দেখতে গেলে জামেশদপুরের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে দুর্বল প্রতিপক্ষ ছিল মহামেডান। শেষ পাঁচ ম্যাচে সাদা-কালো শিবিরে জয়ের মুখ দেখেনি। ঘরের মাঠে সেই দুর্বল প্রতিপক্ষকে অনায়াসে হারিয়ে ফর্মে ফিরল জামেশদপুর।

এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধের খেলায় খুব বেশি

পিছিয়ে ছিল না মহামেডান। লড়াই করছিলেন সাদা-কালো ফুটবলাররা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় গোটা ম্যাচটাই একপেশে হয়ে গেল। প্রথমে ৫৩ মিনিটে মহম্মদ সানানের অনবদ্য গোল। তারপর মহামেডান গোলরক্ষকের ভুলে ৬১ মিনিটে সিভেরিওর দ্বিতীয় গোল, এবং ৭৯ মিনিটে স্টিভেন ইজের গোলে ম্যাচের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যায়। যদিও খেলার শেষবেলায় মহামেডানের হয়ে সাম্রাবনা সূচক গোলাটি করেন মহম্মদ ইরশাদ। খেলার ফল হল ৩-১। শেষবেলায় পেনাল্টি মিস করে সাদা-কালো সমর্থকদের যন্ত্রণা বাড়ালেন ফ্রাঙ্কা। এই জয়ের ফলে ৯ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে সোজা ৭ নম্বরে উঠে এল জামেশদপুর এফসি। অন্যদিকে আরও একটি হারে মহামেডান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল।